দৈনিক বাংলা 02
তারিখ ... 20 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ৬ ...
২৭

# বই মেলা: কিছু বই

ফেব্রুয়ারী এখন আর শুধু ভাষা-শহীদের স্মরণে আহাজারির মাস নয়। ফেব্রুয়ারী এখন উৎসব আর সে উৎসবের বড় অংশ জুড়ে আছে বই-বইমেলা।

অমর একুশ উপলক্ষ করে বাঙলা একাডেমি আর প্রকাশক বিক্রেতা সমিতির যৌথ আয়োজন বই মেলা আজ কেবল ফেব্রুয়ারী উদযাপনের বড় অংশই জুড়ে নেই, আমাদের মনও জুড়ে আছে। বই প্রেমী মানুষের বছর কাটে ফেব্রুয়ারীর প্রতীক্ষায় সারা বছরের সেরা ফসলের দেখা এই বই মেলায় মিলবে বলে।

প্রকাশনার উদ্যোগ-আয়োজন বছরের একটি বিশেষ সময়ে পুঞ্জীভূত হওয়ায় সমস্যা আছে। এর ভালমন্দ নিয়ে বিস্তর কথা বলা চলে। তবে সে বিতর্কে পা বাড়ানোর অপাতত কোনো প্রয়োজন নেই। এই সময়ের সত্য হচ্ছে, ফেব্রুয়ারী কাছাকাছি পৌছেই আমাদের প্রকাশকেরা তৎপর হন। লেখকদেরও অনেকেই। ফলে বই মেলাতেই ঘটে সাহিত্যের সকল নতুন উন্মোচন। এতে অন্য সমস্যা যাই থাক সুবিধে একটি আছে-সাহিত্যের গতি প্রকৃতির একটা পুরো ছবি এই মেলাতেই ফুটে ওঠে।

বলে রাখা ভাল, বছরের অন্য সময়ে যে কিছুই প্রকাশ পায় না এমন নয়। দুটো-একটা বই যে কোন সময়ই প্রকাশিত হতে পারে। আর হয়ও। তবে আমাদের তাবত প্রকাশনার বিপুলতর অংশের অবির্ভাব এই বই মেলাকে উপলক্ষ করেই ঘটে থাকে। ফলে পরিস্ফুট হয় একটি বছরের চিন্তা-চেতনা আর কর্মের পরিচয়।

নব্বই-এর বই মেলার দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হতে চলেছে। প্রকাশনার পথে এ বছর প্রতিবন্ধকতা ছিল বিস্তর। সম্ভাব্য সব বই-ই এখন পর্যন্ত মেলায় আসেনি। এর মাঝে যে বই মেলায় এসেছে তার পরিমাণ তিন'শ-র কিছু বেশি হতে পারে। প্রকাশনার এই বহর খুব একটা বড় কিছু নয়। তবে হতাশাজনকও বল চলে না। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি একটা আছে-এ বছর কোন কোন বই-এর মুদ্রণ সংখ্যা দশ হাজারে উঠেছে।

এবারকার নতুন প্রকাশনার দিবে নজর দিলেও সংখ্যান্নতার খেদ অনেকাংশেই কেটে যাবে সন্দেহ নেই। নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে প্রকাশনার জৌলুস বাড়বে এমন একটি সম্ভাবনার উল্লেখ আমরা আগেই করেছিলাম। দ্বিধাহীন ভাবে বলা চলে এ ক্ষেত্রে প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকেনি। অধিকাংশ বই-ই সুপরিকল্পিত এবং সুমুদ্রিত। চাকচিক্যে মন ভরে দেয়ার মত।

এই অবয়ব আর বাহ্যিক চাকচিক্য ছাড়িয়ে বই-এর মূল বিষয় আর তার ব্যবহারের দিক থেকেও আমাদের প্রকাশনার মান বেড়েছে, মেলার বই-গুলোই তার প্রমাণ। একটা সময় ছিল যখন গুটিকয় সংকলন আর কবিতার বই-ই ছিল এ মেলার পুঁজি। ক্রমে কথা সাহিত্যের পাশা পাশি মননশীলতার ফসল প্রবন্ধ গবেষণার প্রকাশ সহিত্যের সম্ভারকে পূর্ণতা দেয়ার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করে তোলে। গত তিন বছর ধরে বই-মেলা সাহিত্যের যে কোনো শাখায় আগ্রহী পাঠকের জন্যে কিছু না কিছু উপকার হাজির করছে। এ দিকে থেকে এবারকার বই মেলা পূর্ণতার ফলে আরও কিছু আগুয়ান।

বই মেলার বই আমাদের লেখক প্রকাশকদের আগ্রহের পাশাপাশি পাঠকদের রুচিকেও প্রতিফলিত করে। কি বই আসছে আর তার প্রতি পাঠক সাধারণের প্রতিক্রিয়া মেলার এক লক্ষণীয় দিক। দেখে ভালো লাগে, আমাদের প্রকাশক আর পাঠকেরা ক্রমেই প্রয়োজনীয় গুরুতর বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। জাতি হিসাবে সুপ্রাচীনতার দাবিদার হলেও আমাদের জতিত্বের প্রতিষ্ঠা অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। আত্ম পরিচয়ে তাই অস্পষ্টতার উপস্থিতি অস্বাভাবিক কিছু না। প্রয়োজন রয়েছে এ অস্পষ্টতা কাটিয়ে ওঠার। এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে কিছুটা অবদান রাখবে "বাংলাদেশঃ বাঙ্গালী, আত্মপরিচয়ের সন্ধানে"। মুস্তাফা নূরুল ইসলাম সম্পাদিত এই সংকলনটির প্রকাশক সাগর পাবলিশার্স।

এই সংকলনটিতে দেশ পরিচয়, দেশ-সংস্কৃতি উত্তরাধিকার, বাংলার মুসলমান, ভাষা সাহিত্য শিক্ষা এবং জাতীয়তার চেতনাঃ আত্মপরিচয় এই পাঁচটি ভাগে মোট চব্বিশটি প্রবন্ধে ভাষণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ভাবনার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। যা আমাদের অনেক কৌতূহল মেটাতে আর চিন্তাকে একটা সুশৃঙ্খল ধারায় প্রবাহিত করতে সক্ষম।

ভাষা আন্দোলনের বছর বায়ান্নয় অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সাংস্কৃতির সম্মেলন আমাদের সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে গভীর ছাপ ফেলেছিল। সেই সম্মেলনের মূল অধিবেশনের সভাপতি অপশতির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কি বক্তব্য রেখেছিলেন তার খবর আমরা কজন রাখি? মুস্তাফা নূরুল ইসলাম এই ভাষণ এবং আরো সব প্রায় বিস্তৃত গুরুত্বপূর্ণ রচনা উদ্ধার করে একটি বড় জাতীয় দায়িত্ব পালন করলেন। খুশীর খবর বইটি মেলার ক্রেতাদেরও নজর আকৃষ্ট করেছে। আমাদের আত্মসচেতনতার উন্মেষ ঘটানো বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন নিয়েও আজ কৌতূহলের শেষ নেই। ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত যে কোনো প্রকাশনার জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। বদরুদ্দিন উমর-এর পর অনেকেই এ বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তবে এই আন্দোলনের পুরো পরিপ্রেক্ষিত বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয় কাজটিতে এত দিন কারো নজর পড়েনি। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি গবেষণা প্রকল্পের ফসল ভাষা আন্দোলন পটভূমি গ্রন্থমালা" নামে এবার মেলায় পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছেন ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

পাঁচটি সুদৃশ্য খন্ডে রচিত এই গ্রন্থমালায় রয়েছেঃ ভাষা আন্দোলনঃ পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার; অর্থনৈতিক পটভূমি; শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ; অংশ গ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান এবং সাহিত্যিক পটভূমি। গবেষক লেখকদের মধ্যে রয়েছে আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ, এম, এ, আকাশ ও হুমায়ুন আজাদ।

জাতীয় জীবনে যুগান্তকারী একটি আন্দোলনকে তার পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে বুঝার আর বুঝানোর এমন প্রচেষ্টা এ দেশে অন্তত নতুন। এই একটি গ্রন্থমালার প্রকাশই এবারকার বই মেলাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে পর্যাপ্ত। মুদ্রণ পারিপাট্যের সঙ্গে সুরুচির মিশ্রণ এ গ্রন্থমালার এক বড় আকর্ষণ।

কথাসাহিত্য আর কবিতার বাইরে যে সব প্রকাশনা বইমেলার পাঠকদের বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছে তাতে প্রথমেই বলতে হয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই-এর কথা। এ পর্যায়ে এবারকার প্রধান আকর্ষণ আবু সাঈদ চৌধুরীর "প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি" এ বইটিরও প্রকাশক ইউনিভার্সিটি প্রেস।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী একাত্তরের মার্চে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে জেনেভায় মানবাধিকার কমিশনে কাজ করছিলেন। ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তান্ডব শুরু হতেই তিনি পাকিস্তানের দায়িত্ব ত্যাগ করে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থক আন্দোলন সংগঠনে ব্রতী হন। তাঁর এ উদ্যোগ আমাদের জন্যে কী সুফল বয়ে এনেছিল তার আবছা ধারণার অতিরিক্ত খবর আমাদের জানা নেই। বিচারপতি চৌধুরীর নিজের লেখা পূর্ণ-উপাখ্যান তাই আমাদের মুক্তি যুদ্ধের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়ের পূর্ণঙ্গ দলিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য যে, প্রবাসীদের আন্দোলন ও বিচারপতি চৌধুরীর অবদান নিয়ে লন্ডন থেকেও একটি বাঙলা বই প্রকাশিত হয়েছে। তবু মর্যাদা আর গুরুত্বে মরহুম আবু সাঈদ চৌধুরীর নিজের রচনা অবশ্যই এ ক্ষেত্রে অনন্য। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অপর একটি স্মরণীয় প্রকাশনা রশীদ হায়দার সম্পাদিত ১৯৭১ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। বইটির বিষয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এ আকর্ষণীয় সংকলনটির প্রকাশক জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী। এ ছাড়া রাজনীতি ও সমাজসেবায় নিবেদিত কর্মী মন্টু খান নিজেই প্রকাশ করেছেন তাঁর 'হায়েনার খাঁচায় অদম্য জীবন'। বিশিষ্ট সাংবাদিক মনজুর আহমদের প্রকাশনা 'একাত্তর কথা বলে'। প্রতিটি বই-ই পাঠকদের তৃপ্ত করার ক্ষমতা রাখে।

ভাষাকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলন আর তার থেকে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠা। এই সব কিছুর মূলে যে ভাষা সেই ভাষার প্রতি আমাদের মনোযোগ প্রশ্নের বিষয়ে পরিণত হতে বসেছে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যতেচ্ছাকার বা বিশৃঙ্খলা অন্তত তাই প্রমাণ করে। এই দর্বলতা কাটিয়ে ওঠার একটি উদ্যোগ অন্তত নিয়েছেন বশীর আলহেলাল। বই মেলায় গীরিক প্রকাশনীর নামে তার উপহার 'আদর্শ বাংলা বানান' (নিয়ম ও শব্দ কোষ)। মাত্র তিন ফর্মার এ ছোট পুস্তিকাটিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার মর্যাদা দিতেই হবে। বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠার জন্যে এধরনের উদ্যোগের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা হলেও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুস্তিকাটি খুবই সহায়ক হবে। পরবর্তী মেলায় এই প্রকাশনাটি যদি পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে একটি বড় কাজ, প্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছেন 'প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা' নামক প্রাচীন হিন্দি গ্রন্থের অনুবাদ। অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। তেমনি ছোট বই 'উইলীয়াম রাদিচের চারটে বক্তৃতা'। একজন বিদেশী কবি ও বাংলা কবিতার অনুবাদকের চোখে রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং বাংলা কবিতা অনুবাদের সমস্যা বাঙ্গালী পাঠকদের জন্যেও নিঃসন্দেহে আগ্রহের বিষয়।

কথা সাহিত্যের প্রকাশনাও উৎসাহব্যঞ্জক। এ ক্ষেত্রে বিদ্যাপ্রকাশ আর প্রতীকের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বিদ্যাপ্রকাশ সৈয়দ শামসুল হকের শ্রেষ্ঠ কবিতা, শ্রেষ্ঠ গল্প ও শ্রেষ্ঠ উন্যাস, হুমায়ুন আহমদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক নতুন বই প্রকাশ করেছে। প্রতীক অন্যান্য প্রকাশনার সঙ্গে বের করেছে হুমায়ুন আহমদের উপন্যাস সমগ্র সায়েন্স ফিকশন সমগ্র। এদের প্রত্যেক প্রকাশনায় আকর্ষণীয়।

নতুন এবং আকর্ষণীয় প্রকাশনা মাত্রই পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তবে কথা সাহিত্যের চাহিদার দিক থেকে এবারও হুমায়ুন আহমদই এগিয়ে। হুমায়ুন অবিশ্যি তাঁর রচনায় পর্যাপ্ত বৈচিত্র্যেরও সংযোগ ঘটিয়েছেন। তাঁর একটি বই-এর প্রথম মুদ্রণ এরই মাঝে নাকি নিঃশোষিত। ইমদাদুল হক মিলনও তাঁর জনপ্রিয়তা বজায় রেখে চলেছেন। কথা সহিত্যে নতুন খবর হচ্ছে এবারকার মেলায় মঈনুল আহসান সাবেরও জনপ্রিয় কথাকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন।

কবিতায় প্রকাশনা তুলনা মূলক ভাবে দুর্বল। একটি মাত্র নতুন সংকলন 'কবিতা উননব্বই' বের করেছে সানন্দ। মুদ্রণ পরিপাট্যে নজর কাড়ার মত বই আবু হাসান শাহরিয়ারের 'অব্যর্থ আঙুল'। ছোটদের জন্যে ছুটি চমৎকার বই উপহার দিয়েছেন সৈয়দ আল ফারুক। রফিকুন নবীর তুলির ছোঁয়া 'ছবির মধ্যে ছবি' আর 'বদলে যেতে যেতে' কে অনন্য করে তুলেছে। ছবির মধ্যে ছবি ছোটদের কবিতার বই। ছড়ার এ একাধিকত্যের যুগে আমাদের সাহিত্যে যা ইদানীং দুর্লভ হয়েউঠেছে।

বই মেলা চলছে। চলবে-এ মাসের শেষ পর্যন্ত। নতুন নতুন বই আসছে এবং আরো কিছু আসবে। তাজা হৃদয়ের মত নতুন বই-এর সান্নিধ্যে আমাদের অস্তিত্ব স্বচ্ছতর হয়ে উঠুক এটুকুই প্রত্যাশা।

—সালেহ চৌধুরী